চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সগোষ্ঠী মথুরাভিমুখে যাত্রা ও পথে রামকেলিতে কয়েকদিবস অবস্থান, গৌড়েশ্বর বিধর্মী হোসেন সাহেরও মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য শ্রবণে মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি, প্রভুর মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণ-মুখে প্রত্যাবর্তন এবং নীলাচলাভিমুখে গমনকালে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন, বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা, অদ্বৈত-ভবনে শ্রীশচীমাতার আগমন ও মনের সাথে মহাপ্রভুকে ভোগ-প্রদান, মহাপ্রভুর সমীপে মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্রপাঠ, শ্রীবাস-চরণে অপরাধী জনৈক কুষ্ঠ-রোগীকে তাহার কুষ্ঠ-রোগের কারণ নির্দেশপূর্বক তৎপ্রতি ক্রোধ ও শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাহার অপরাধ মোচন, সপার্ষদ মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর তিথি-পূজাসংকীর্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধিগণের অপরাধ-মোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীসহ গঙ্গা-তীরে তীরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরস্থ রামকেলি গ্রামে চারি পাঁচ দিবস নিভৃতে অবস্থান করিবেন ইচ্ছা করিয়া তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর রামকেলিতে আগমনবার্তা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল, প্রভুর অনুক্ষণ হুঙ্কার, কীর্তন, ক্রন্দন ও সকলকে হরিনামোচ্চারণে আহ্বান বিধর্মিগণকেও আকর্ষণ করিল। কোতোয়াল বাদসাহের নিকট গিয়া এই অপূর্ব সন্ন্যাসিলীল প্রভুর কথা নিবেদন করিলে বিধর্মী বাদ্‌সা হোসেন সাহও মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ধারণা করিলেন, তথাপি বিধর্মিরাজের দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় চিত্ত পরিবর্তন আশ্চর্য নহে আশঙ্কা করিয়া সজ্জনগণ প্রভুকে রামকেলি পরিত্যাগের জন্য গোপনে লোক প্রেরণ করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুর পার্ষদগণের নিকট একথা জানাইলে ভক্তগণের হৃদয়ে চিন্তার উদয় হইল। অন্তর্যামী প্রভু সকলকে অভয়প্রদানপূর্বক স্বমুখে নিজ-সর্বশক্তিমত্তা ও বেদগুহ্যত্ব প্রকাশ করিলেন এবং বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এ যুগে সকলকেই দুর্লভ হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া আরও বলিলেন যে, পৃথিবীতে যত দেশগ্রাম আছে, সর্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে। মহাপ্রভু মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণমুখে ফিরিলেন এবং শান্তিপুর অদ্বৈত-ভবনে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতনন্দন বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা ও অপরাপর চৈতন্যবিমুখ অদ্বৈত পুত্র-ব্রুবগণের আচরণের পার্থক্য প্রদর্শনকল্পে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন কোনও উত্তম সন্ন্যাসী শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আসিয়া "কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের কি হন?"----এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ব্যবহারিক বিচারে উত্তরপ্রদানমুখে বলিলেন যে, কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু। পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক দিগম্বর অচ্যুতানন্দ পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবেশে হাসিতে হাসিতে পিতাকে বলিলেন যে, সর্ব জগদ্‌গুরুগণের গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের আবার গুরু আছে, ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রের মুখে এই সিদ্ধান্তবাণী

শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, অচ্যুতই যথার্থ পিতা এবং অদ্বৈতই পুত্র। অচ্যুতানন্দ সত্য সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বলিয়া আচার্য পুত্রের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অচ্যুতানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সন্ন্যাসীও এরূপ যোগ্যতম পিতা-পুত্রের ব্যবহার ও সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-চরণনিষ্ঠ শ্রীঅচ্যুতানন্দের মহত্ত্ব ও অন্যান্য অদ্বৈত পুত্রব্রুবগণের যমদণ্ড্যত্ব কীর্তন করিয়াছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীঅচ্যুতানন্দের এইরূপ আচরণে মুগ্ধ ছিলেন, তখন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অচ্যুতানন্দের প্রতি বিশেষ কৃপা করিলেন এবং সংকীর্তন-লীলায় অদ্বৈতগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য বিরহবিধুরা অভিন্না যশোমতী শ্রীশচীমাতাকে শান্তিপুরে আনিবার জন্য দোলা দিয়া লোক পাঠাইলেন। প্রভুর আগমনবার্তা শ্রবণমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশচীমাতা শান্তিপুরে আগমন করিলে মহাপ্রভু মাতাকে 'দেবকী', 'যশোদা', 'দেবহূতি', 'পৃশ্নি', 'কৌশল্যা', 'অদিতি' প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীশচীমাতার অপূর্ব ভক্তিসীমা ও 'আই' নামের মহিমা কীর্তন করিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবেন, এইজন্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতাচার্য অনুমতি গ্রহণ করিলেন। শ্রীশচীমাতা প্রভুর জন্য বহুপ্রকার ব্যঞ্জন এবং বিংশতিপ্রকার প্রভুপ্রিয় শাক রন্ধনপূর্বক প্রভুকে ভোগদান করিলে মহাপ্রভুর শচীমাতার রন্ধন-প্রশংসা ও বিভিন্ন কৃষ্ণপ্রিয় শাকের বিভিন্ন সেবা উদ্দীপনী মহিমা কীর্তনপূর্বক পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

মহাপ্রভুর অধরামৃত ভক্তগণ লুণ্ঠন করিলেন। সপার্ষদ মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্রাষ্টক পাঠ করিলেন। মহাপ্রভু মুরারির মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপনপূর্বক মুরারিকে নিত্য রামদাসত্বে বর প্রদান করিলেন। জনৈক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া নিজ দুর্দশার কথা বলিলেন মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশপূর্বক তাহাকে অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য বলিয়া স্থানত্যাগের কথা বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, বর্তমান জন্মে কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছ না, অসংখ্য ভবিষ্যদ্ জন্মে কিরূপে কুম্ভীপাক নরকের যন্ত্রণা সহ্য করিবে? বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে অপরাধহেতুই তাহার ঐ দুর্দশা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভু কৃষ্ণপূজা হইতে বৈষ্ণব-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণ-চরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব বর্ণনপূর্বক বৈষ্ণবের অসমোর্ধ্ব মহিমা কীর্তন করিলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপরাধী নিজকৃত অপরাধের অনুশোচনা করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলে প্রভু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, সেই বৈষ্ণবের চরণে নিষ্কপটে ক্ষমা ভিক্ষাই বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের একমাত্র উপায় জানাইলেন। কুষ্ঠরোগী শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীবাস-প্রসাদে অপরাধ মুক্ত হইল। গ্রন্থকার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর তিথিপূজা প্রসঙ্গের উপক্রমে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি কীর্তন করিয়াছেন। সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান-কালে শ্রীল পুরীপাদের তিথিপূজাকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া মাধব-তিথি-আরাধনা ও সংকীর্তন-মহামহোৎসব করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং যাবতীয় ভক্তের উৎসবে পরমানন্দ, উৎসাহ, সেবার প্রকার এবং শচীমাতার আনুগত্যে বৈষ্ণবশক্তিবর্গের রন্ধন-সেবা-কার্য, মহাপ্রভুর সংকীর্তনানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের আরাধনা-প্রণালী, মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সহ মাধবেন্দ্র-পূজাতিথির মহিমা কীর্তন করিতে করিতে ভোজনলীলা ও প্রভুর শ্রীহস্তে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে চন্দনমালা প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয়কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব।।১।।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসি-রাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ।।২।।
হেন মতে প্রভু সর্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া।।৩।।
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ।।৪।।

রামকেলিতে ৪।৫ দিবস গুপ্তভাবে স্থিতি—

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম।।৫।।
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে।৬।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ভক্তগোষ্ঠী—ভক্তগণ।।৩।।

তথ্য। রামকেলি—শ্রীরামকেলি বর্তমান মালদহ সহরের ইঁরেজবাজার হইতে প্রায় ৮।।০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে একটী পাকা বাঁধান উচ্চ ভিটার উপর মধ্যদেশে একটী বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ ও দুই পার্শ্বে দুইটী দুইটী করিয়া একত্রে চারিটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। দক্ষিণের কেলিকদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, মধ্যদেশের তমাল বৃক্ষটী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও বাম প্রদেশের কদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে বিরাজিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে বসিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিকট গমন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীকেলিকদম্বের অতি সন্নিকটে শ্রীমদনমোহনদেব একটী ক্ষুদ্র শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্রীশ্রীরূপসনাতন-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্দির মধ্যে চারিটী যুগল বিগ্রহ বিরাজিত, তন্মধ্যে একটীতে শ্রীবলদেব রেবতীর সহিত বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহগণের নাম (বামদিক হইতে), (১) ব্রজমোহন (শ্রীমতী সহিত), (২) রেবতীরমণ (রেবতীর সহিত), (৩) মদনমোহন ও (৪) গোপীনাথ (উভয়েই শ্রীমতীর সহিত)। শ্রীশালগ্রামও বিরাজিত আছেন। শ্রীযুগলবিগ্রহের মধ্যদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের দুইটী শ্রীমূর্তি, একটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও একটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্তি অবস্থিত। সেবার জন্য ১২৫ বিঘা জমির বন্দোবস্ত আছে। প্রজার নিকট হইতে ১২২ টাকা খাজনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৮০ টাকা সরকারে জমা দিতে হয়।

শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের নিকট হইতে এক রাস্তার ভিতরে উত্তরদিকে শ্রীসনাতন-কুণ্ড। নিকটবর্তী স্থানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড। ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে শ্রীরূপসাগর, শ্রীল রূপগোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর। শ্রীমদনমোহনের মন্দির ছাড়িয়াই হোসেন সা'র কাছারীর দিকে যাইবার মধ্যরাস্তায় এই রূপসাগরটী দেখিতে-পাওয়া যায়। রূপসাগরের ঘাট প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। একটী প্রস্তরের গায়ে এই কথাগুলি খোদিত রহিয়াছেঃ—"সন ১২৬৮ সাল, জেলা মালদহ বঙ্গদেশির (বানিয়া) সমূহ বাইসি (দণ্ডের টাকা) হইতে শ্রীরামকেলির রূপসাগরঘাট কৃত হইল; তাং ৩২ জ্যৈষ্ঠ।" জল ১০ বিঘা, পাড়সহ কুড়ি বিঘা।

শ্রীরামকেলি হইতে প্রায় তিন রশি দক্ষিণে প্রস্তর নির্মিত বারটী দ্বার বিশিষ্ট 'বার দুয়ারী' নামে একটী বিরাট দরবার গৃহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেন্ট সাহেবের সময় ইহার গুম্বজগুলি সোনার পাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল। ইহা হোসেন সাহের কাছারী বাড়ী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই স্থানেই নাকি শ্রীদবির খাস কাছারী করিতেন। এই কাছারী বাড়ীর চারিদিকে চারিটী তোরণদ্বার। প্রবাদ এই যে, 'হাওয়াসখানার' ঘাটে বাদশাহ 'হাওয়া' অর্থাৎ বায়ু সেবন করিতেন। কিংবদন্তী, শ্রীসনাতন যখন 'যবন রক্ষককে' সাত হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে নির্মুক্ত হইলেন এবং রাত্রে গঙ্গা পার হইলেন, তখন সনাতন

প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা-সত্ত্বেও সর্বত্র প্রকাশ—

সূর্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়?
সর্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয়।।৭।।

সর্বলোকের প্রভু-দর্শনার্থ আগমন—

সর্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জনে।।৮।।

প্রভুর প্রেমোন্মাদ—

নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম-ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ।।৯।।
হুঙ্কার, গর্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন।।১০।।

কীর্তন ব্যতীত ভক্তগণের অন্য কৃত্য নাই—

নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্তন।
তিলার্ধেকো অন্য কর্ম নাহি কোন ক্ষণ।।১১।।

প্রভুর উচ্চ-ক্রন্দন—

হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া।।১২।।

ভক্তিরসে অজ্ঞ হইলেও প্রভুর দর্শনে সকলের আনন্দ—

যদ্যপিহ ভক্তি-রসে অজ্ঞ সর্ব লোক।
তথাপিহ প্রভু দেখি' সবার সন্তোষ।।১৩।।

সকলের দূর হইতে দণ্ডবৎ ও হরিধ্বনি—

দূরে থাকি' সর্বলোক দণ্ডবৎ করি'।
সবে মেলি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি'।।১৪।।

প্রভুর লোক-মুখে হরিনাম-শ্রবণে অধিকতর উল্লাস-বৃদ্ধি—

শুনি মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে।।১৫।।
'বোল বোল বোল' প্রভু বলে বাহু তুলি'।
বিশেষে বোলেন সবে হয়ে কুতূহলী।।১৬।।

মহাপ্রভুর কৃপায় বিধর্মীর মুখেও হরিনাম ও তাহাদের মহাপ্রভুকে দূর হইতে প্রণতি—

হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি' অন্যের কি দায়।।১৭।।
যবনেও দূরে থাকি' করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার।।১৮।।

সংকীর্তন-প্রচার ব্যতীত প্রভুর অন্য কোনও কৃত্য নাই—

তিলার্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্তন-ধর্ম।।১৯।।

চতুর্দিকাগত লোকের প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা ও সঙ্গত্যাগে অনিচ্ছা এবং সকলের মুখে হরিধ্বনি—

চতুর্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে।।২০।।

এই স্থানে আসিয়া ''শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গ'' বলিয়া ডাকিতে থাকেন, সেই সময়ে একটী কুম্ভীর আসিয়া শ্রীসনাতনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। শ্রীসনাতন ঐ কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হন। শ্রীমদনমোহনের মন্দির হইতে অর্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদেবী বর্তমানে প্রবাহিতা। ইহা ব্যতীত হোসেন সা' বাদসাহের অনেক কীর্তি এই স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। দখল দরওয়াজা, পরিখা, ফিরোজ খাঁ (উচ্চ মনুমেণ্ট, ইহার উপর চড়িলে প্রাচীন গৌড় সহরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভগ্নাবশেষ), টাকশাল, পাঠাগার, লোটন মসজিদ (একটী শ্লেষ্ঠ ভাস্কর কার্যের নিদর্শন) প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী মুসলমান অধিকারের পূর্বে অবস্থিত ছিল, উহার ভগ্নাবশেষ এখনও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সেনবংশীয়গণের মালদহ জেলাস্থিত রাজধানীকে গৌড়ের রাজধানী বলিত। বর্তমানকালে এস্থানে গঙ্গা দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই গৌড়ের রাজধানী হইতে স্বল্প ব্যবধান মধ্যে 'রামকেলি'-নামক গ্রাম। তথায় শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয় বাস করিতেন।।৫।।

অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপস্যা প্রভৃতিতে অনেকেই অগ্রসর হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিরসে তাঁহারা অর্বাচীন ছিলেন; শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়া তাদৃশ অজ্ঞজনগণও সন্তুষ্ট হইতেন।।১৩।।

সবে মেলি' আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দিকে আর নাহি শুনি।।২১।।

বিধর্মী রাজার জন্যও হৃদয়ে ভয় নাই—

নিকটে যবনরাজ—পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার।।২২।।
নির্ভয় হইয়া সর্বলোকে বলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক-গৃহ-কর্ম সকল পাসরি।।২৩।।

কোতোয়াল-কর্তৃক রাজার স্থানে প্রভুর মহিমা বর্ণন—

কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে।।২৪।।
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন।।২৫।।

রাজা-কর্তৃক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিস্তৃত জিজ্ঞাসা—

রাজা বলে,—"কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন।।"২৬।।

কোতোয়াল-কর্তৃক প্রভুর সৌন্দর্য-বর্ণন—

কোতোয়াল বলে,—"শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই।।২৭।।
সন্ন্যাসীর শরীরে সৌন্দর্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে।।২৮।।
জিনিয়া কনক-কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর।।২৯।।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, কমল-নয়ান।
কোটিচন্দ্র সে মুখের না করি সমান।।৩০।।
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূভঙ্গি-পত্তন।।৩১।।
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত-চন্দন।
মহা-কটি-তটে শোভে অরুণ-বসন।।৩২।।
অরুণ কমল যেন চরণযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্মল।।৩৩।।
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই' ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ।।৩৪।।
নরনীত হৈতেও কোমল সর্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ।।৩৫।।

প্রভুর প্রেমোন্মাদবর্ণন—

একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গে নহে ক্ষত।।৩৬।।
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী।।৩৭।।
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয়।।৩৮।।
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে।।৩৯।।
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়।।৪০।।
কখন মূর্ছিত হয় শুনিয়া কীর্তন।
সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন।।৪১।।
বাহু তুলি' নিরন্তর বলে হরিনাম।
ভোজন, শয়ন আর নাহি কিছু কাম।।৪২।।

প্রভুর দর্শনার্থ লোকের আর্তি-বর্ণন—

চতুর্দিকে থাকি' লোক আইসে দেখিতে।
কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে।।৪৩।।

রামকেলির নিকটেই যবনরাজগণের 'বারদুয়ারী' স্থান এবং পরবর্তিকালে যবনরাজগণই সেনবংশীয়গণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহারা বৈদিক ধর্মের প্রতি স্বভাবতঃই আক্রমণ করিবে জানিয়া সাধারণ লোকেরা অতিশয় আশঙ্কা করিত। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তদীয় ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াও ভীত হইতেন না।।২২।।

সুরঙ্গ—হিঙ্গুল, সুলোহিত।।৩১।।

ভ্রূভঙ্গিপত্তন—'ভঙ্গি' শব্দের অর্থ চিত্র। ভ্রূ-দ্বয় ধনুর আকারের ন্যায় এবং নাসা তাহাতে শর-সংযোগের ন্যায়। এরূপভাবে প্রভুর ভ্রূ-চিত্র অধিষ্ঠিত ছিল।।৩১।।

অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব মহাপুরুষ—

কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি।।৪৪।।
কহিলাঙ এই মহারাজ, তোমা'-স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে।।৪৫।।

অনুক্ষণ কীর্তনৈকরত—

না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্তন-বিলাস।।''৪৬।।

প্রভুর বর্ণন শ্রবণে বিধর্মী রাজার চিত্তেও চমৎকারিতার উদয়—

যদ্যপি যবন-রাজা পরম দুর্বার।
কথা শুনি' চিত্তে বড় হৈল চমৎকার।।৪৭।।

কেশব খাঁনকে প্রভুর বিষয়ে রাজার প্রশ্ন—

কেশব-খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া।।৪৮।।
''কহত কেশব-খাঁন, কি মত তোমার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' নাম বল যাঁ'র।।৪৯।।
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহো, কহিবা অবশ্য।।৫০।।
চতুর্দিকে থাকি' লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে—কহিবা ভালমতে।।''৫১।।

বাদসাহের নিকট কেশব ছেত্রীর প্রভুর মহিমা গোপন—

শুনিয়া কেশব খাঁন—পরম সজ্জন।
ভয় পাই' লুকাইয়া কহেন কথন।।৫২।।
''কে বলে 'গোসাঞি'?—এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব—বৃক্ষের তলবাসী।।''৫৩।।

মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যোল্লেখ পূর্বক রাজার প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতীতি—

রাজা বলে,—''গরীব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে।।৫৪।।
হিন্দু যাঁ'রে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয়-জানিহ সর্বজনে।।৫৫।।
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁ'র আজ্ঞা শিরে করি' সর্বদেশে বহে।।৫৬।।
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে।।৫৭।।
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে?৫৮।।

প্রভুর সহিত বাদসা-কর্তৃক আত্মতুলনামূলে প্রভুর পরমেশ্বরত্ব স্থাপন—

ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে।।৫৯।।
আপনার খাই' লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে।।৬০।।
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।
'গরীব' করিয়া তানে না বল উত্তর।।''৬১।।

পনস—-কাঁঠাল।।৩৭।।

ক্ষমা নয়—-অট্টহাস্যের নিবৃত্তি নাই।।৪০।।

তিঁহ—-তিনি।।৫০।।

মহাপ্রভু-দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় যবনরাজ কেশব-খাঁ নামক জনৈক কর্মচারীকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে কেশব বলিলেন,—''মহাপ্রভু একজন বিদেশবাসী ও গরীব।'' তদুত্তরে হোসেন সা বলিলেন,—''আমি যদি কর্মচারিগণকে ছয়মাস বেতন বন্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা আমার প্রতি অনুরাগী থাকিবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবকগণ বিনা-বেতনে নিজেদের ভোজনাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যেই আমাদের হুকুম পালিত হয়; কিন্তু তিনি বৈদেশিক হইলেও আমার রাজ্যেই তাঁহার আজ্ঞা সকলে পালন করিতেছে।।''৫৯-৬০।।

শ্রীমহাপ্রভুর যথেচ্ছ বিহার ও সংকীর্তনাদিতে কোনও প্রকার বাধা প্রদত্ত না হয়, তজ্জন্য বাদসাহের সর্বত্র আদেশ-প্রদান—

রাজা বলে,—"এই মুঞি বলিলুঁ সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।৬২।।
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।৬৩।।
সর্বলোক লই' সুখে করুন কীর্তন।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন।।৬৪।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তা'র লইমু জীবন।।"৬৫।।
এই আজ্ঞা করি' রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।।৬৬।।

বিধর্মী ও শ্রীমূর্তি-বিদ্বেষী যবনরাজেরও গৌরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা—

যে হুসেন সাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে।।৬৭।।

তথাপি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও উলুক-সম্প্রদায়ের চৈতন্যগুণ-শ্রবণে মৎসরতা—

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ।।৬৮।।
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি' পোড়য়ে অন্তরে।।৬৯।।

শ্রীচৈতন্যযশে মৎসর ব্যক্তি সর্বগুণ-গরিমা-সত্ত্বেও সর্বদোষাকর—

যাঁ'র যশে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যাঁ'র যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ।।৭০।।
যাঁর যশে শেষ-রমা-অজ-ভব-মত্ত।
যাঁর যশ গায় চারি বেদে করি' তত্ত্ব।।৭১।।
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যা'র অসন্তোষ।
সর্বগুণ থাকিলেও তা'র সর্বদোষ।।৭২।।
সর্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণে।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।।৭৩।।
শুন আরে ভাই, শুন শেষখণ্ড-লীলা।
যেরূপ খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্তন-খেলা।।৭৪।।

সজ্জনগণের বাদসাহের বাক্যে সন্তোষ—

শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ।।৭৫।।

দুষ্টলোকের মন্ত্রণায় বিধর্মী রাজার চিত্তপরিবর্তন কিছু অসম্ভব নহে বিচার করিয়া প্রভুকে অচিরেই রামকেলি-ত্যাগের অনুরোধ-জ্ঞাপনার্থ সজ্জনগণের নিভৃতে আলোচনা ও লোকপ্রেরণ—

সবে মেলি' এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে।।৭৬।।
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহাতমো গুণ-বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন।।৭৭।।
ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ।।৭৮।।
দৈবে আসি' সত্ত্ব-গুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা' সবা'-স্থানে।।৭৯।।
আর কোন পাত্র আসি' কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে।।৮০।।
জানি কদাচিৎ বলে 'কেমন গোসাঞি।
আন' গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি।।'৮১।।

দেউল----মন্দির।।৬৭।।

সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়াও মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেষ গ্রহণ করিয়াই মৎসরতা হইতে মুক্ত হয় না; যেহেতু উহাদের হৃদয় শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ-শ্রবণে হিংসার আশ্রয় লয়। মায়াবাদী সন্ন্যাসী আপনাকে হিন্দুসমাজের গুরু বলিয়া অভিমান করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা মহাপ্রভুর বিরোধী। কিন্তু বিধর্মী যবনরাজ মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে অন্য সম্প্রদায়ী জানিয়াও তাঁহার প্রতি স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি মাৎসর্য ও বিরোধাচরণ না করে, এরূপ বিধি দিয়াছিলেন। সুতরাং 'হিন্দু' নামধারী

অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য রহিয়া'।।''৮২।।
এই যুক্তি করি' সবে এক সু-ব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ।।৮৩।।

অহর্নিশ কৃষ্ণনামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু—

নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জন।।৮৪।।
লক্ষকোটি লোক মিলি' করে হরি-ধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি।।৮৫।।
অন্য কথা অন্য কার্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলেন বোলায়েন সংকীর্তন।।৮৬।
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ।।৮৭।।
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায়?
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায়।।৮৮।।
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিবা নিজ-পর।
কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম-প্রান্তর।।৮৯।।
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তি-রসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে।।৯০।।

প্রভুর অপরের কোনও কথা শ্রবণের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুর গণ-সমীপে সজ্জনগণের পরামর্শ জ্ঞাপন—

প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ।।৯১।।
দ্বিজ বলে,—''তুমি-সব গোসাঞির গণ!
সময় পাইলে এই কহিও কথন।।৯২।।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য রহিয়া।'
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া।।''৯৩।।
কহি' এই কথা দ্বিজ গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে।।৯৪।।

প্রভুর পার্ষদগণের হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক—

কথা শুনি' ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে।।৯৫।।

অন্তর্দশায় অনুক্ষণ নিমগ্ন প্রভুর সমীপে ভক্তগণের উক্ত কথা বলিবার অবসরাভাব—

ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন।।৯৬।।
'বোল বোল হরিবোল হরিবোল' বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি'।।৯৭।।
চতুর্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তাল দিয়া 'হরি' বলে পরম-কৌতুক।।৯৮।।

যাঁহার সেবকের নাম-স্মরণমাত্রই সর্ববিঘ্ন বিনাশ হয়, সেই প্রভুর আবার ভয় কোথায়—

যাঁ'র সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ববিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন।।৯৯।।
যাঁহার শক্তিতে জীব বল করি' চলে।
'পরংব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ' যাঁ'রে বেদে বলে।।১০০।।

মৎসর মায়াবাদী অপেক্ষা অন্যধর্মাবলম্বী রাজার উদারতা ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়াও মৎসর-স্বভাব ধার্মিক-ব্রুবগণ বিরুদ্ধ আচরণ করে।।৬৯।।

ওড্রদেশে—-উড়িষ্যা-অঞ্চলে।।৭৮।।

মহাপ্রভুর নিজের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি পর্যন্ত অনেকেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় পাইতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর সর্বক্ষণ স্বয়ং কীর্তনে ও অপরকে কীর্তনে উৎসাহদানে দিবারাত্রি যাপন করিতেন। সুতরাং বাহিরের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পরামর্শ দিবার সময় পাইতেন না।।৮৮।।

রাজধানীতে সন্ন্যাসী বহু-লোকের দ্বারা আদৃত হইয়া বাস করিলে মনোধর্মবশে অপর লোকের পরামর্শমতে রাজার চিত্ত বিরুদ্ধ-বিচার সম্পন্ন হইয়া কোন সময়ে তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে পারে। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন।।৯৩।।

তথ্য। স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্। (ভাঃ ৭।৮।৭)।।১০০।।

যাঁহার মায়ায় জীব পাসরি' আপনা'।
বদ্ধ হই' পাইয়াছে সংসার-বাসনা।।১০১।।
সে-প্রভু আপনে সর্বজীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তি-রসে পৃথিবীতে।।১০২।।

ভয়মূর্তি যমকালাদি সকলেই
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞাবাহক—

কোন্ বা তাহানে রাজা, কা'রে তাঁ'র ভয়?
'যম-কাল-আদি যাঁ'র ভৃত্য বেদে কয়'।।১০৩।।
স্বচ্ছন্দে করেন সবা' লই' সংকীর্তন।
সর্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচী-নন্দন।।১০৪।।

চতুর্দিক হইতে আগন্তুক ব্যক্তিগণের পর্যন্ত প্রভুর কৃপায়
নির্ভয়তা—

আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দিক হৈতে।।১০৫।।
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে।।১০৬।।
যদ্যপিহ সর্বলোক পরম-অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্।।১০৭।।
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি' ভয় নাহি, কি দায় রাজারে? ১০৮।।
নিরন্তর সর্বলোক করে হরি-ধ্বনি।
কা'র মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি।।১০৯।।
হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সংকীর্তন করে সর্ব-লোকের ভিতর।।১১০।।

অন্তর্যামী প্রভুর উক্তি—

মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।।১১১।।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া।।১১২।।

স্বমুখে প্রভুর সর্বশক্তিমত্তা ও বেদগুহ্যত্ব প্রকাশ—

প্রভু বলে,—"তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' দেখিবারে নিবে কি কারণে?১১৩।।
আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' চাঙ।
সবা' আমা' চাহে হেন কোথাও না পাঙ।।১১৪।।
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে?
রাজা আমা' চাহে আমি যাইব আপনে।।১১৫।।
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে?
কি শক্তি রাজার এ-বা বোল উচ্চারিতে?১১৬।।
আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিবে রাজা আমারে চাহিতে।।১১৭।।
আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার?
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার।।১১৮।।
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে।
আমা' অন্বেষয়ে, কেহ না পায় দেখিতে।।১১৯।।

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত এ-যুগে সকলকেই দুর্লভ
হরিনাম-বিতরণের প্রতিজ্ঞা—

সংকীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার।।১২০।।

তথ্য। 'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ।'----(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ।।১০১।।

তথ্য। যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। দত্যগ্নির্বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি পঞ্চমঃ।। (শ্রুতি)।। সর্বে বয়ং 'যন্নিয়মং প্রপন্নাঃ (ভাঃ ৯।৪।৫৪), ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ (ভাঃ ৭।৮।৭)।।১০৩।।

মায়া----সন্দেহ, সংশয়, আশঙ্কা।।১১২।।

বিবৃতি। বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু----ভগবান্। বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়াও আমার দর্শন পায় না। সুতরাং আমি স্বয়ং শক্তি না দিলে কাহারও এরূপ শক্তি নাই যে, আমাকে বলপূর্বক দর্শন করে। ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত। কোন কারণে রাজা শঙ্কিত হইয়া পড়িলে আমাকে তাহার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিতে পারে। তজ্জন্য কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহাকে চাই, সেই আমাকে আবাহন বা প্রার্থনা করে। হরিভজনে যাহার প্রয়োজন আছে, সেই আমাকে প্রার্থনা করিতে পারে, অন্যে নহে।।১১৮।।

যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে।।১২১।।
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল।।১২২।।
হেন ভক্তি-যোগ দিমু এ-যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে।।১২৩।।
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে।।১২৪।।
সেই-সব জন হ'বে এ-যুগে বঞ্চিত।
সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত।।১২৫।।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী—পৃথিবীর সর্বদেশ-গ্রামে গৌরনাম-প্রচার—

পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।।১২৬।।
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ।।১২৭।।
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে?
এ কথা সকল মিথ্যা—কহিল সবারে।।''১২৮।।
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া।।১২৯।।
এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্তন-বিধানে।।১৩০।।

মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্তন—

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কা'র?
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার।।১৩১।।
ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
''আমি চলিবাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা।।''১৩২।।
এত বলি' স্বতন্ত্র পরমানন্দ-রায়।
চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীর্তন-লীলায়।।১৩৩।।

প্রভুর অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন—

নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গা-তীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।১৩৪।।

পুত্র-অচ্যুতানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ অদ্বৈতাচার্য—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত আচার্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি' সর্ব কার্য।।১৩৫।।
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হৈলা অধিষ্ঠান।।১৩৬।।
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে।।১৩৭।।

একদা শান্তিপুরের অদ্বৈত-ভবনে জনৈক সন্ন্যাসীর আগমন ও কেশবভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা—

যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম—জগত-বিদিত।।১৩৮।।
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য-স্থানে মিলিলেন আসি'।।১৩৯।।
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
অদ্বৈত-ন্যাসীরে নমস্করি' বসাইল।।১৪০।।
অদ্বৈত বলেন,—''ভিক্ষা করহ গোসাঞি!''
সন্ন্যাসী বলেন,—''ভিক্ষা দেহ' যাহা চাই।।১৪১।।
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা' স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা—তাহা কহিবা আপনে।।''১৪২।।

পাপমতি জনগণ নিকৃষ্টকুলে উদ্ভূত হইয়া ভগবদ্ বিদ্বেষ করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণে সমস্ত পতিত সংসার উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদর্শনের জন্য তাহারা আর্তি প্রকাশ করে।১২১।।

সুর ও সিদ্ধ মুনিগণ অনেকেই পবিত্র চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেও ভক্তিহীন, কিন্তু নিজ মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া তাঁহারা আমার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করেন। যাহাদের বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান ও তপস্যাদির গর্ব আছে, যাহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্তের চরণে অপরাধ করে, তাহাদিগকেই আমি বঞ্চনা করি; তাহারা কখনও আমার পরিচয় জানিতে পারে না।।১২৫।।

পৃথিবীতে যাবতীয় দেশ ও গ্রামে আমার নাম প্রচারিত হইবে। ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিগণের নিকট ভগবদ্রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রচার না থাকিলেও ভগবানের নাম পৃথিবীর সকল গ্রামে প্রচারিত হইবে।।১২৬।।

আচার্য বলেন,—"আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন।।"১৪৩।।
ন্যাসী বলে,—"আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।"
আচার্য বলেন,—"বল যে ইচ্ছা তোমার।।"১৪৪।।
সন্ন্যাসী বলেন,—"এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি।।"১৪৫।।
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
"ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয়।।১৪৬।।
যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা-মাতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি' গাই।।১৪৭।।
পরমার্থে—গুরু সে তাঁহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই।।১৪৮।।
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য কহিয়া?
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া।।"১৪৯।।

'ভারতী লোকশিক্ষা-লীলায় মহাপ্রভুর গুরু',
অদ্বৈতাচার্যের এই উত্তর—

এত ভাবি' বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।।১৫০।।
দেখিতেছ—গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা' প্রতি?"১৫১।।
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে।।১৫২।।

পঞ্চমবর্ষ-বয়স্ক বালক অচ্যুতানন্দের আগমন ও
অদ্বৈত-বাক্যে ক্রোধ-প্রকাশ—

পঞ্চ-বর্ষ-বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি' সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।।১৫৩।।
অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব-শক্তিধর।।১৫৪।।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া।।১৫৫।।

আচার্য-বাক্যের প্রতিবাদ—জগদ্গুরুগণের গুরু
স্বরাট্ পুরুযোত্তম শ্রীচৈতন্য—

"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর বার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার।।১৫৬।।
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ।।১৫৭।।

শ্রীচৈতন্যের মায়ায় ব্রহ্মা-শঙ্করাদিও মুগ্ধ—

তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল।।১৫৮।।
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর।।১৫৯।।
বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে?১৬০।।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে? ১৬১।।

শ্রীচৈতন্যের মহত্ত্ব-কীর্তন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায়।।১৬২।।
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাই।।১৬৩।।
যত দেখ মহামুনি—মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কা'রো, কোথা কার নাম।।১৬৪।।

আমার ইচ্ছা----আমাকে লোকে অনুসন্ধান করুক; কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান করে না, সুতরাং যবনরাজ আমাকে তাঁহার নিকট বলপূর্বক লইয়া যাইবে----এ কথা বিশ্বাস্য নহে।।১২৭।।

অদ্বৈতপ্রভু সন্ন্যাসীর প্রশ্নে জানিলেন যে, তিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গুরুর কথা জানিতে চাহেন; তদুত্তরে তিনি কি বলিবেন, এই চিন্তা করিয়া ব্যবহারিক রাজ্যে যেরূপ বলিবার প্রচলন আছে, তদনুসারে কেশব-ভারতীকেই শ্রীচৈতন্যের 'সন্ন্যাস গুরু' বলিয়া জানাইলেন।।১৪৯।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কেশবভারতী'' এই কথা বলিতে শুনিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,----"সাক্ষাৎ কলিকাল; তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু-কথনে কেশবভারতীর নামোল্লেখ হয় কি

পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়।।১৬৫।।
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্তভাবে ভক্তি।।১৬৬।।
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে।।১৬৭।।
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি' শিরে।
সৃষ্টি করি' সেই জ্ঞান কহেন সবারে।।১৬৮।।
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই' ব্রহ্মা হইতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে।।১৬৯।।
যাহা হইতে হয় আসি' জ্ঞানের প্রচার।
তা'ন গুরু কেমতে বোলহ আছে আর।।১৭০।।

অচ্যুতানন্দের পিতার প্রতি অনুযোগ—

বাপ তুমি,—তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই' কেন বোলহ অন্যথা।।''১৭১।।

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মনিষ্ঠ বালক-পুত্রের গুণে পিতার আনন্দ ও স্নেহ—

এত বলি' শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা।।১৭২।।
'বাপ' 'বাপ' বলি' ধরি' করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে।।১৭৩।।

পুত্রকে শিক্ষাগুরু-বিচার ও ক্ষমা-প্রার্থনা—

''তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়।।১৭৪।।
অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ বাপ, মোরে।
আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে।।''১৭৫।।

আত্মস্তুতি-শ্রবণে শ্রীঅচ্যুতের লজ্জা—

আত্মস্তুতি শুনি' শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু, মাথা না তোলয়।।১৭৬।।
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ।।১৭৭।।

সন্ন্যাসীর মুখে পিতা ও পুত্রের প্রশংসা এবং আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান—

সন্ন্যাসী বলেন,—''যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য-কথন।।১৭৮।।
এই ত' ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়? ১৭৯।।
শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে।।''১৮০।।
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই' ন্যাসী চলে বলে,—'হরি হরি'।।১৮১।।

প্রকারে? কলিজনোচিত জিহ্বায় শ্রীভগবান্‌কে এইরূপে অবনত করিবার প্রয়াস—অদ্বৈতপ্রভুর দুঃসাহসজ্ঞাপক। ব্রহ্মাশিবাদি যে ভগবন্মায়ায় ভ্রান্ত, সেই মায়ার বশ হইয়াই কি অদ্বৈতপ্রভু ঐরূপ উক্তি করিলেন? মায়াবদ্ধ জীবই এইরূপ প্রলপিত বাক্য বলিয়া থাকে'।।১৫৭।।

বিবৃতি। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব জীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ি-পুরুষরূপে, সমষ্টি জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ি-পুরুষরূপে এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামি-আত্মা ক্ষীরোদশায়ি-পুরুষরূপে যথাক্রমে কারণার্ণব, গর্ভোদক এবং ক্ষীরোব্ধিজলে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া-বিহার করেন।।১৬৩।।

ভাঃ ২।৯ অঃ দ্রষ্টব্য।।১৬৫-৬৬।।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিলেন,—''তুমি পিতা, আমার শিক্ষাগুরু; কোথায় তোমার নিকট হইতে সত্যকথা শিখিব, অথচ তাহা না করিয়া সর্বভূবননাথ ও সর্বাশ্রয় শ্রীচৈতন্যদেবের অপর গুরু আছে—এ কথা কি প্রকারে নিজমুখে আনিলে? ভগবান্‌ই সকলের গুরু—তাঁহার কেহ গুরু নাই।''১৭১।।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে প্রকার মহৎ, তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ মহা জ্ঞানী। পুত্রের বাক্যে পিতাও নিজকথা শোধন করিয়া লইলেন। জগতে এইপ্রকার পিতা-পুত্র সচরাচর দেখা যায় না। ভগবচ্ছক্তি-লাভকারী শিশুই এতবড় উচ্চ কথা বলিতে পারিয়াছেন।।১৭৮।।

ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ।।১৮২।।

গৌরচন্দ্রবিমুখ অদ্বৈতানুগব্রুবগণের নিধন অনিবার্য—

অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা।।১৮৩।।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য-কর্তৃক শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ স্বীয় শিশু-পুত্রের প্রতি আদর—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত-আচার্য।
পুত্র কোলে করি' কান্দে ছাড়ি' সর্ব কার্য।।১৮৪।।
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে।।১৮৫।।
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।
এত বলি' নাচে প্রভু তালি দিয়া করে।।১৮৬।।
পুত্র কোলে করি' নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই।।১৮৭।।

অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর সপার্ষদে উপস্থিতি—

পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব সুমঙ্গল।।১৮৮।।
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি' আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে।।১৮৯।।
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া।।১৯০।।
'হরি' বলি' শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার।।১৯১।।
জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে।।১৯২।।

আচার্য ও মহাপ্রভুর পরস্পর প্রেমক্রন্দন—

প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁ'র প্রেমানন্দ-জলে।।১৯৩।।
পাদপদ্ম বক্ষে করি' আচার্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই।।১৯৪।।

ভক্তগণের প্রেমক্রন্দন—

চতুর্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম, স্নেহ,—না যায় বর্ণন।।১৯৫।।

অদ্বৈত-কর্তৃক প্রভুকে আসন প্রদান—

স্থির হই' ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়।।১৯৬।।

সপার্ষদ মহাপ্রভুর উপবেশন—

বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দিকে শোভা করে পারিষদগণে।।১৯৭।।

নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতে কোলাকুলি—

নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি।
দুহাঁ দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী।।১৯৮।।

ভক্তগণের আচার্য-নমস্কার ও আচার্যের প্রেমালিঙ্গন—

আচার্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন।।১৯৯।।

অদ্বৈত-গৃহের আনন্দ বেদব্যাসই বর্ণনে সমর্থ—

যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা বর্ণিতে কে পারে?২০০।।

অচ্যুতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা—

ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি' হৈলা নমস্কার।।২০১।।
অচ্যুতেরে কোলে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁ'র কলেবর।।২০২।।
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা প্রভুর দেহেতে।।২০৩।।

জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় অসৎপুত্র, পিতাকেই সম্মান (?) করিতেন,—শ্রীগৌরসুন্দরের মর্যাদা লঙ্ঘন করা ব্যতীত উহাদের অন্য কোন কার্য ছিল না। অর্বাচীন মূঢ় ব্যক্তিগণই তাদৃশ অসৎপুত্রদিগকে অদ্বৈতের পুত্রজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকে। সেই হরিসেবা-বিমুখ অদ্বৈতপুত্রগণ প্রকাশ্যে অদ্বৈততনয়রূপে আপনাদের পরিচয় দিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।।১৮৩।।

অচ্যুতেরে কৃপা দেখি' সর্ব-ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।২০৪।।

অচ্যুতের মহিমা—

যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন।।২০৫।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান।।২০৬।।

যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্র—

ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন।।২০৭।।
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে।।২০৮।।

কীর্তন-লীলায় মহাপ্রভুর কিছুদিন অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান—

শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্তন-লীলায়।।২০৯।।
প্রাণনাথ গৃহে পাই' আচার্য গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি।।২১০।।

আচার্য-কর্তৃক শচীমাতার স্থানে দোলাসহ লোকপ্রেরণ—

কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি।।২১১।।

অভিন্ন-যশোমতি শচীমাতার বৃন্দাবন-লীলায় মগ্ন্যবস্থা—

দোলা লই' নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে।।২১২।।
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই।।২১৩।।
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন,—"মথুরার কথা কহ মোরে।।২১৪।।
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়।।২১৫।।
চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি' নিল সে।।২১৬।।
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি' গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন।।"২১৭।।
"রাম কৃষ্ণ", 'বলিয়া কখন ডাকে আই।
"ঝাট গাভী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে যাই।।"২১৮।।
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
"ধর ধর সবে, এই ননী-চোরা যায়।।২১৯।।
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি' ধায় আই আবিষ্ট হইয়া।।২২০।।
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি' গিয়া।।"২২১।।
কখন যে উচ্চ করি' করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ।।২২২।।
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে।।২২৩।।
কখন বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যে করি।
অট্ট অট্ট হাসে' আই আপনা' পাসরি'।।২২৪।।
হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম।
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম।।২২৫।।
কখন বা আই হয় আনন্দে মূর্ছিত।
প্রহরেও ধাতু নাহি থাকে কদাচিত।।২২৬।।

প্রভু পাইয়া----মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া।।২০৮।।
আই---আর্যা, মাতা। এখানে শ্রীশচীমাতা।।২১১।।
ঝাট----ঝটিতি, শীঘ্র, অবিলম্বে।।২১৮।।
বাড়ি----যষ্টি, লাঠী।।২১৯।।
কাকু----কাতরোক্তি, আকুল কণ্ঠধ্বনি।।২২৩।।
ধাতু----চৈতন্য, জ্ঞান, চেতনা।।২২৬।।

কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া।।২২৭।।
আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তা'র উপমা।
আই বই অন্যে আর নাহি তা'র সীমা।।২২৮।।
গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি।।২২৯।।
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার্।।২৩০।।
হেন মতে প্রেমানন্দ সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে।।২৩১।।
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেই বিষ্ণুপূজা লাগি'—জানিহ নিশ্চয়।।২৩২।।
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্তা হৈল গিয়া।।২৩৩।।

প্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্তা-শ্রবণে শচীমাতা ও ভক্তগণের উৎকণ্ঠা—

''শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর।।''২৩৪।।
বার্তা শুনি' সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই।।২৩৫।।
বার্তা শুনি' প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ-মন।।২৩৬।।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশচীমাতার শান্তিপুরে যাত্রা—

গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই' চলিলেন সেই ক্ষণ-মাত্র।।২৩৭।।
শ্রীমুরারি গুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন।।২৩৮।।

শ্রীশচীমাতার শান্তিপুরে আগমন—

সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে।।২৩৯।।

প্রভুর অপূর্ব মাতৃভক্তি লীলা ও স্তুতি—

শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া।।২৪০।।
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।।২৪১।।
'তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।।২৪২।।
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর' জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি-মতি।।২৪৩।।
তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি।
যাহা হইতে সব হয়, তুমি সেই শক্তি।।২৪৪।।
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি।।২৪৫।।
যত দেখি সব তোমা' হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয়।।২৪৬।।
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কা'র।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার।।''২৪৭।।
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম-সনাতন।।২৪৮।।

কৃষ্ণ-ব্যতীত এরূপ বাৎসল্যরস-সৌন্দর্য-প্রকাশের শক্তি অপরের দ্বারা সম্ভব নহে—

কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কার্ শক্তি।।২৪৯।।
আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি' নমস্কার হয় বহুমতে।।২৫০।।

শ্রীশচীমাতা সর্বক্ষণ শ্রীগৌরের বিরহে কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট-বিচারে দিন যাপন করিতেন। শ্রীযশোদার যাবতীয় অপ্রাকৃত চেষ্টা শ্রীশচীর হৃদয়দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি কোন সময়ে বহির্জগতের প্রতীতি হইত, তাহা ভগবানের মর্যাদা-পথে পূজার জন্য।।২৩২।।

শ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীকে যশোদা, দেবকী, গঙ্গা, কপিলজননী দেবহূতি, পৃশ্নি, দত্তাত্রেয় জননী অনসূয়া, কৌশল্যা ও অদিতি প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিলেন।।২৪৫।।

শ্রীগৌরচন্দ্র মুখচন্দ্র দর্শনে পরানন্দে জড় শচীমাতা—

আই দেখি' মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ।।২৫১।।

প্রভুর মুখে শ্রীশচীমাতার স্তুতি—

রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলি।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী।।২৫২।।
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার।।২৫৩।।
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার।।২৫৪।।
বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তা'র কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন।।২৫৫।।
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি'।।২৫৬।।
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন।।২৫৭।।
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে।।"২৫৮।।

বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।।২৫৯।।

'আই'র কৃষ্ণপ্রপত্তি—

আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন।।২৬০।।
কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র।।২৬১।।
প্রাণহীনজন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে।
স্রোতে যহি লয়ে, তহি চলয়ে অবশে।।২৬২।।
এই মত সর্ব-জীব সংসার-সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তহি করে।।২৬৩।।
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর।।২৬৪।।
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত'যা বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার।।"২৬৫।।

ভাগবতগণের জয়ধ্বনি—

শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব ভাগবতে।
মহা জয় জয় ধ্বনি লাগিলা করিতে।।২৬৬।।

'আই'র অপূর্ব ভক্তিসীমা—

আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে।।২৬৭।।

'আই'-নামের মহিমা—

প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।।২৬৮।।

'আই'র সন্তোষে সকলের সন্তোষ—

প্রভু দেখি' সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহ্য নাই।।২৬৯।।
এখানে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয়।।২৭০।।

'আই'র সন্তোষে নিত্যানন্দের আনন্দ—

নিত্যানন্দ-মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরমানন্দ-সিন্ধুমাঝে ভাসেন হরিষে।।২৭১।।

ভগবানের অনন্ত কোটি দাসদাসীগণের সহিত ভগবজ্জননীর যে সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিতেছেন—'সেই সম্বন্ধ-জন্য তাঁহারাও আমার অত্যন্ত প্রিয়।।"২৫৪।।

তথ্য। ভাঃ ৬।১৫।৩ দ্রষ্টব্য।।২৬২।।

শ্রীগৌরজননী আর্যা শচীদেবীকে অসংস্কৃত ভাষায় 'আই' বলিয়া সম্বোধন করিলেও সম্বোধনকারীর সকল দুঃখ বিদূরিত হইবে।।২৬৮।।

'আই'র প্রতি অদ্বৈতাচার্যের দেবকী-স্তুতি—

দেবকীর স্তুতি পড়ি' আচার্য গোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাঞি।।২৭২।।
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ।
জগদীশ-গোপীনাথ আদি ভক্তগণ।।২৭৩।।
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সবেই মিশাইলা।।২৭৪।।

এই পরানন্দ-প্রসঙ্গ-পাঠ ও শ্রবণফলে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ অবশ্যম্ভাবী—

এ সব আনন্দ পড়ে, শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন।।২৭৫।।

'আই'র হস্তে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য আচার্যের প্রভু-সমীপে অনুমতি-গ্রহণ—

'প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।'
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি।।২৭৬।।

অসংখ্য অপূর্ব উপচারে আইর রন্ধনের উদ্যোগ—

সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি' 'গৌরচন্দ্র-নারায়ণ'।।২৭৭।।
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন।।২৭৮।।

বিংশতি প্রকার প্রভু-প্রিয়-শাক-রন্ধন—

আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে।।২৭৯।।

বহুপ্রকার ব্যঞ্জন-রন্ধন—

একেক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে।।২৮০।।
অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া।।২৮১।।

ভোগ-পরিবেশন ও তদুপরি তুলসী-মঞ্জরী-স্থাপন—

শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি'।
সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী।।২৮২।।

উত্তম আসন প্রদান—

চতুর্দিকে সারি করি' শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন।।২৮৩।।

পার্ষদবর্গ-সহ প্রভুর ভোজনার্থ আগমন—

আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ।।২৮৪।।

প্রভুর শ্রীঅন্নব্যঞ্জনের সজ্জাদর্শনে দণ্ডবৎ প্রণাম—

দেখি' প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার।।২৮৫।।

প্রভুর মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য-বর্ণনান্তে সপার্ষদে প্রসাদ-সেবন—

প্রভু বলে,—"এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন।।২৮৬।।

শচীমাতার পাচিত অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়—

কি রন্ধন—ইহা ত' কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।।২৮৭।।
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই' সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার।।"২৮৮।।

প্রভুর অন্ন-প্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন—

এত বলি' প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি।।২৮৯।।

উপস্কার করি'—(পাত্র মধ্যে) সুসজ্জিত করিয়া।।২৮২।।

শ্রীশচীদেবী বিংশতিপ্রকার শাক ও প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা দশ-বিশ প্রকার ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া তুলসীমঞ্জরীর সহিত বিষ্ণুকে ভোগ, দিলে, শ্রীগৌরসুন্দর ঐ নৈবেদ্যকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন; আর বলিলেন—এই ভোজ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যিনি দেখিবেন, সংসারে ভোগপ্রবৃত্তিরূপ বন্ধন হইতে তাঁহার বিমুক্তি ঘটিবে। এই অন্নের অপ্রাকৃত সুগন্ধ যাঁহারই নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তিনিই কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ হইবেন।।২৮৬।।

পার্ষদগণের ভোজন-দর্শনার্থ চতুর্দিকে উপবেশন—

প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দিকে দেখিতে ভোজন।।২৯০।।

প্রভুর ভোজন-দর্শনে শচীমাতার নয়ন-পরিতৃপ্তি—

ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী।।২৯১।।

আনন্দভরে ও পরিতৃপ্তি-সহকারে প্রভুর প্রত্যেক দ্রব্য-ভোজন—

প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন।।২৯২।।

শ্রীশাক-ব্যঞ্জনের ভাগ্য—পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর গ্রহণ—

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ।।২৯৩।।

শাকে প্রীতি-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ—

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর।।২৯৪।।

ভক্তগণের নিকট প্রভুর বিভিন্ন শাকের মহিমা কথন—

শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।।২৯৫।।
প্রভু বলে,—"এই যে 'অচ্যুতা'-নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ।।২৯৬।।
'পটল'-'বাস্তুক'-'কাল'-শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে।।২৯৭।।
'সালিঞ্চা'-'হেলেঞ্চা'-শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তা'রে কৃষ্ণভক্তি মিলে।।"২৯৮।।
এই মত শাকের মহিমা কহি' কহি'।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই'।।২৯৯।।

প্রভুর প্রসাদ-সেবনের পরমানন্দ অনন্তদেব জানেন ও কীর্তন করেন—

যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্রবদনে।।৩০০।।
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর।।৩০১।।

অনন্তদেবের মূল অংশিরূপে কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকটিত; তাঁহার আজ্ঞায় গ্রন্থকারের সূত্রাকারে গৌরলীলা-বর্ণন—

সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়।।৩০২।।
বেদব্যাস-আদি করি' যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন।।৩০৩।।

মহাপ্রভুর কীর্তি-শ্রবণে ও পাঠে অবিদ্যা-ধ্বংস—

এ যশের যদি করে শ্রবণ-পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।৩০৪।।

প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি—

হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন।।৩০৫।।

প্রভুর অধরামৃতের জন্য ভক্তগণের আগ্রহ—

আচমন করি' মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষে লুটিতে লাগিলা।।৩০৬।।
কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়।।"৩০৭।।
আর কেহ বলে,—"আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি' লই' কেহ করে পলায়ন।।৩০৮।।
কেহ বলে,—"শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে।।"৩০৯।।
কেহ বলে,—"আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই' যাই।।"৩১০।।
কেহ বলে,—"আমি পাত ফেলি সর্ব কাল।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল।।"৩১১।।
এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন।।৩১২।।
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ।।৩১৩।।

অচ্যুতা—শাকের প্রকার-বিশেষ। প্রভু ভোজনকালে বিভিন্ন শাকের বিভিন্ন গুণাবলীর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।।২৯৬।।

পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন।।৩১৪।।

সপার্ষদ প্রভুর সম্মুখে প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্তের শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্র-পাঠ—

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দিকে বসিলেন সর্ব-অনুচর।।৩১৫।।
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তাঁ'রে কিছু ঈষৎ হাসিয়া।।৩১৬।।

মুরারির অষ্টশ্লোক—

''পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি।।''৩১৭।।
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া।।৩১৮।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য় প্রক্রমে ৭ম সর্গে)

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।৩১৯।।
হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুম্
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।।৩২০।।

প্রভুর আজ্ঞায় শ্লোকের ব্যাখ্যা—

এই মত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা।।৩২১।।
''দূর্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু।
ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাতীত-কল্পতরু।।৩২২।।
হাস্যমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে।।৩২৩।।
অগ্রে মহা-ধনুর্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনক-ভূষণ।।৩২৪।।
আপনে অনুজ হই' শ্রীঅনন্ত ধাম।
জ্যৈষ্ঠের সেবায় রত 'শ্রীলক্ষ্মণ'-নাম।।৩২৫।।
সর্ব-মহা-গুরু হেন শ্রীরঘু-নন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ।।৩২৬।।
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্যকীর্তি গায়।।৩২৭।।
যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত।।৩২৮।।
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' ছাড়ি' নিজ-রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য।।৩২৯।।
বালি মারি' সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া।
মিত্র-পদ দিলা তা'রে করুণা করিয়া।।৩৩০।।
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন-গুরুর চরণ।।৩৩১।।

সকল শ্রেণীর ভক্তগণই প্রভুর অবশিষ্ট সম্মান করিলেন। যাঁহারা শূদ্র অভিমান করেন, তাঁহারা বলেন----উচ্ছিষ্টেই তাঁহাদের অধিকার। কেহ কেহ বা গোপনে ভগবদুচ্ছিষ্ট লইয়া পলাইয়া গেলেন। কেহ বা বলিলেন,----'শূদ্র কখনও ভগবদুচ্ছিষ্ট পাইতে পরে না----ইহাতে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার।' কেহ বা বলিলেন,----'যে পাত্রে ভগবদুচ্ছিষ্ট আছে, তাহাতে আমারই অধিকার; আমিই প্রসাদের আধার পাত্র ফেলিয়া দিবার অধিকারী'।।৩১২।।

অন্বয়। যস্য অগ্রে (সম্মুখভাগে) ধনুর্ধরবরঃ (ধনুর্ধারিশ্রেষ্ঠঃ) কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ (তপ্তকাঞ্চনকান্তিঃ) জ্যেষ্ঠানুসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠস্য নিত্যসেবায়ামাসক্তঃ) বরভূষণাঢ্যঃ (উত্তমভূষণভূষিতঃ) শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম (শেষাখ্যং তৎসংজ্ঞকং ধাম স্বরূপং যস্য তাদৃশঃ, কিঞ্চ বরং শ্রেষ্ঠং লক্ষ্মণ ইতি নাম যস্য তাদৃশঃ পুরুষো বর্তত ইতি শেষঃ, তাদৃশং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি (সেবে)।।৩১৯।।

অনুবাদ। যাঁহার সম্মুখভাগে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চনকান্তি জ্যেষ্ঠসেবানিরত উত্তমভূষণশালী শেষরূপী লক্ষ্মণ বর্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি।।৩১৯।।

দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঈষৎ লীলায়।
কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণসহায়।।৩৩২।।
ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ-বংশ-গণে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে।।৩৩৩।।
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম-পর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর।।৩৩৪।।
যবনেও যাঁ'র কীর্তি শ্রদ্ধা করি' শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।।৩৩৫।।
দুষ্ট ক্ষয় লাগি' নিরন্তর ধনুর্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর।।৩৩৬।।
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী।
স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী।।৩৩৭।।
যাঁ'র নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁ'র পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর।।৩৩৮।।
'পরংব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁ'রে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব-গুরু রাঘবেন্দ্র-পা'য়।।"৩৩৯।।
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত।।৩৪০।।

গুপ্তের মস্তকোপরি প্রভুর পাদপদ্ম-স্থাপন,
আশীর্বাদ এবং বর-প্রদান—

শুনি' তুষ্ট হই' তবে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর।।৩৪১।।
"শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্বিরোধে।।৩৪২।।
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহ রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়।।"৩৪৩।।

বর-শ্রবণে ভক্তগণের
জয়ধ্বনি—

মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি'।
সবেই করেন মহা জয়জয়-ধ্বনি।।৩৪৪।।
এই মত কৌতুকে আছেন গৌর-সিংহ।
চতুর্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ।।৩৪৫।।

অন্বয়। (যঃ) সগণৌ (সপরিবারৌ) খরত্রিশিরসৌ (খরঞ্চ ত্রিশিরসঞ্চ, তথা) কবন্ধং (তন্নামানং রাক্ষসঞ্চ) হত্বা (বিনাশ্য, তথা) শ্রীদণ্ডকাননং (দণ্ডকাখ্যং বনম্) অদূষণং (দূষণনামকরাক্ষসহীনম্) এব কৃত্বা (তং বিনাশ্যেত্যর্থঃ, কিঞ্চ) শত্রুং (বালিনামানং) বিনিহত্য (বিনাশ্য) সুগ্রীবমৈত্রং (সুগ্রীবেন সহ মিত্রতাম্) অকরোৎ (কৃতবান্ তাদৃশং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং সততং ভজামি।।৩২০।।

অনুবাদ। যিনি সপরিবারে খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বিনাশপূর্বক দণ্ডকবন দূষণনামক রাক্ষসশূন্য করিয়া বালিকে বধ ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি।।৩২০।।

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ২য় প্রক্রমে ৭ম সর্গে শ্রীরামাষ্টকের অবশিষ্ট শ্লোক ছয়টী যথা—রাজৎ কিরীটমণি-দীধিতিদীপিতাশমুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিম-বহন্তম্। দ্বে কুণ্ডলেঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্। শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।। তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্। বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি। উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রববাঙ্গুলীভিঃ। কুর্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি।। যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশু রূপো মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য। যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি। ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্। জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্যং রামং জগত্রয় গুরুং সততং ভজামি।।৩২১।।

কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু—ধনুর্বিদ্যা-শিক্ষক।।৩২২।।

তথ্য। ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহঃ, শ্লোকোষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে, ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎসপ্রসাদাৎ।। —চৈতন্যচরিত ২য় প্রক্রম, ৭ম সর্গ ও ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ)।।৩৪২।।

কুষ্ঠ রোগীর আগমন ও প্রভুর নিকট নিজ দুর্দশা-জ্ঞাপন—

হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী এক জন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন।।৩৪৬।।
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্তনাদে।
দুই বাহু তুলি' মহা-আর্তি করি' কান্দে।।৩৪৭।।
সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয়।।৩৪৮।।
পর-দুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর।।৩৪৯।।
কুষ্ঠ-রোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন্ মতে তরি।।৩৫০।।

প্রভুর ক্রোধ—বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু কুষ্ঠরোগ; ইহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবাপরাধীর অধিকতর যন্ত্রণা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জন।।৩৫১।।
"ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে।।৩৫২।।
পরম-ধার্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ।।৩৫৩।।
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর।।৩৫৪।।
এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি।।৩৫৫।।

অসমোর্ধ্ব-বৈষ্ণব-মহিমা—

যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র।।৩৫৬।।
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই।।৩৫৭।।
'শেষ রমা অজ ভব নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে।।৩৫৮।।

তথাহি—(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।৩৫৯।।

সেই বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চিরদুঃখ—

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ-জন্ম জীবন মরণ।।৩৬০।।
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার।।৩৬১।।
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।।৩৬২।।
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁ'র দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয়।।৩৬৩।।

মহাভাগবতের ঊর্ধ্ববাহু-নৃত্য-প্রভাবে স্বর্গেরও সকল বিঘ্ন-বিনাশ—

যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে।।৩৬৪।।

মহাভাগবত শ্রীবাস-চরণে অপরাধের ফল—

হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত।।৩৬৫।।
এতেকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্মরাজ।।৩৬৬।।

ঘুচ ঘুচ----দূর হও, দূর হও।।৩৫২।।

অন্বয়। ভবান্ (উদ্ধবো ভক্ত ইত্যর্থঃ) যথা (মম যদ্বৎ প্রিয়তমঃ) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোঽপি) মে (মম) তথা (তদ্বৎ) প্রিয়তমঃ ন (ন ভবতি) শঙ্করঃ (মৎস্বরূপভূতোঽপি) ন (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) সঙ্কর্ষণঃ (ভ্রাতাপি) ন চ (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীর্ভার্যাপি) ন (তথা প্রিয়তমা ন ভবতি, কিমধিকেন) আত্মা চ (স্বীয়শ্রীমূর্তিরপি) ন এব (তথা প্রিয়তমো নৈব ভবতি)।।৩৫৯।।

অনুবাদ। হে উদ্ধব! তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে।।৩৫৯।।

এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি।।''৩৬৭।।

অপরাধীর অনুশোচনা ও প্রভুর শরণ-গ্রহণ—

সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি' প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর।।৩৬৮।।
''কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা' খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলুঁ প্রমত্ত হইয়া।।৩৬৯।।
অতএব তা'র শাস্তি পাইলুঁ উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত মোর হিত।।৩৭০।।
সাধুর স্বভাবধর্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত-অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে।।৩৭১।।
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন? ৩৭২।।
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল' মোরে—তুমি সর্বপিতা।।৩৭৩।।
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ।।৩৭৪।।

প্রভু-কর্তৃক বৈষ্ণব-নিন্দকের শাস্তির গুরুত্ব-কথন—

প্রভু বলে,—''বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তা'র শাস্তিয়ে লিখন।।৩৭৫।।
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র।।৩৭৬।।
চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে।।৩৭৭।।

প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায় কথন—

চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়য় গিয়া তাহার চরণে।।৩৭৮।।
তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ।।৩৭৯।।
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সে-ই মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়? ৩৮০।।
এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়।।৩৮১।।
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো তাঁ'র ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে।।''৩৮২।।
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয় জয় ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ।।৩৮৩।।

শ্রীবাসের নিকট কৃত-অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা ও শ্রীবাসের প্রসাদ-ফলে অপরাধীর নিষ্কৃতি—

সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ।।৩৮৪।।
সেই কুষ্ঠ রোগী পাই' শ্রীবাস-প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ।।৩৮৫।।

আদি ২য় অঃ ১৮২-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৬৩-৬৪।।

বৈষ্ণব---সর্বদেব-পূজ্য, সর্বনর-পূজ্য, সর্বতোভাবে সকলের পূজ্য। সেই বৈষ্ণবের নিন্দা ফলে নিন্দকের কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,---''কুষ্ঠরোগের জ্বালাযন্ত্রণা ও অসুবিধা বৈষ্ণবনিন্দকের অল্প শাস্তি মাত্র; যমরাজ তাহাকে আরও অধিকতর দণ্ড বিধান করেন। তাদৃশ পাপী কখনও কাহারও দর্শনীয় হইতে পারে না। ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডীকে দণ্ডভোগ হইতে কখনও মুক্ত করেন না।।''৩৬৭।।

কুষ্ঠরোগী বলিল---''আমি না বুঝিতে পারিয়া উন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছি। আমার কৃতাপরাধের জন্য যে শাস্তি বিহিত হইয়াছে, তাহা আমি ভোগ করিলাম। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তুমিই একমাত্র অবগত।'' প্রভু তদুত্তরে বলিলেন, ---''এই সামান্য শাস্তি প্রথমমুখে হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকের যমকর্তৃক অশেষযাতনা-লাভ এখনও বাকী আছে। যম-যাতনার সংখ্যা---চৌরাশি সহস্র শ্রেণীর। যাহার নিকট যে অপরাধ করে, তিনি ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধ প্রশমিত হয়---যেরূপ কাঁটা ফুটিলে অপর কাঁটা দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, তদ্রূপ।।''৩৬৯।।

মহাপ্রভুর স্বয়ং বৈষ্ণব-নিন্দার অনর্থ-কথন—

যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ-রায়।।৩৮৬।।
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই জন।
তাঁ'র শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ।।৩৮৭।।

বৈষ্ণবের পরস্পর কোন্দল ও আপাতমতানৈক্য-দর্শনে একপক্ষ গ্রহণপূর্বক অপরপক্ষের নিন্দা বিনাশের হেতু—

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি।
পরমার্থে নহে, ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী।।৩৮৮।।
সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালা-গালি যেন।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন।।৩৮৯।।
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি।।৩৯০।।
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সে-ই যায় ক্ষয়।।৩৯১।।

বৈষ্ণবগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ ও পরস্পর অভিন্ন—

এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল? ৩৯২।।
এই মত সর্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহা-ধীর।।৩৯৩।।
অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে, সে যায় তরিয়া।।৩৯৪।।
যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তা'র না জন্মে সর্বথা।।৩৯৫।।

শ্রীগৌরহরির শান্তিপুরে অবস্থানকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-তিথি উপস্থিত—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে।।৩৯৬।।
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈব-যোগে উপসন্ন হৈল আসি' তথি।।৩৯৭।।

অদ্বৈতাচার্য ও মাধবেন্দ্র অভিন্ন হইলেও শ্রীঅদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য-লীলা-স্বীকারকারী—

মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য-গোসাঞি।।৩৯৮।।

মাধবেন্দ্রদেহে মহাপ্রভুর বিহার—

মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর।।৩৯৯।।
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব-কাল পূর্ণশক্তি।।৪০০।।

শ্রীচৈতন্যের প্রকট-লীলার পূর্বেও মাধবেন্দ্রের চৈতন্য কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ প্রকাশ—

যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান।।৪০১।।
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার।।৪০২।।

মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর কলহ দেখিয়া তাহাকে অবৈষ্ণবের কলহের ন্যায় মনে করে, কিন্তু তাহা তদ্রূপ নহে; পরন্তু তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতিই সম্বর্ধিত হয়। রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-মূলে একে অপরের গর্হণপূর্বক যে কৃষ্ণপ্রীতিসংগ্রহ করেন, সেই কলহে ও প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণপ্রেমার উদর হয়। সুতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে কলহ ও মতভেদ উৎপাদন করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বিবদমান ব্যাপার-সমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।।৩৮৮।।

এক হস্তে ভগবানের সেবা করিয়া অপর হস্ত দ্বারা ভগবান্‌কে কষ্ট দিলে কাহার ও মঙ্গল হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাঁহারা কখনও ভগবানের সেবা-বিমুখ হন না। যাঁহার সর্বভূতে ভক্তদর্শন ঘটে , তাদৃশ ব্যক্তির অভেদ-দৃষ্টি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবেরই অভেদ-দর্শনে নিযুক্ত হয়। তাঁহারই কেবল সংসার হইতে মুক্তিলাভ-সম্ভাবনা।।৩৯২।।

ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ-দর্শন করিলে অথবা ভক্তকর্তৃক ভগবৎসেবা হয় না—এরূপ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের একতাৎপর্যপরতার উপলব্ধি থাকিলে অপরাধের সম্ভাবনা নাই। এরূপ ব্যক্তি কোন দিনই বৈষ্ণবাপরাধ করিতে পারেন না।।৩৯৫।।

তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেম-সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়।।৪০৩।।
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম।।৪০৪।।
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য।।৪০৫।।
পথে চলি' যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরমরঙ্গে করি' হরিধ্বনি।।৪০৬।।
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্ছা হয়।
দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়।।৪০৭।।
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন।।৪০৮।।
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগ্‌-বাস।।৪০৯।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পূর্বে দেশে কৃষ্ণবহির্মুখতার ভয়াবহ অবস্থা-দর্শনে শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণাবতারণের জন্য প্রবল ইচ্ছা—

এই মত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী।।৪১০।।
তা'র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁ'র মতি।।৪১১।।

মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্বে দেশের অবস্থা-বর্ণন—

কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন।।৪১২।।
'ধর্ম-কর্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।৪১৩।।
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী' 'বিষহরি'।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি'।।৪১৪।।
'ধন বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।।৪১৫।।
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত।।৪১৬।।
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয়।।৪১৭।।
কা'রে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কিবা সংকীর্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন।।৪১৮।।
বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমো-গুণে।।৪১৯।।

পৃথিবীতে সম্ভাষণ-যোগ্য লোকের অভাব—

লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্ধ সম্ভাষা যা'রে করি।।৪২০।।

সন্ন্যাসিগণও আপনাদিগকে নারায়ণ অভিমান করায় মাধবেন্দ্রের অসম্ভাষ্য—

সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'।।৪২১।।
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা।।৪২২।।

'জ্ঞানী, 'যোগী, 'তপস্বী', 'সন্ন্যাসী'-নামে বিখ্যাত ব্যক্তিগণেরও কৃষ্ণদাস্য-মহিমা ও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে আস্থাহীন—

'জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার।।৪২৩।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি----পরবর্তী ৪৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৯৭।।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যসূত্রে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু লীলাপ্রকট করিলেও আম্নায়-বিচারে তাঁহাদের কোন ভেদ-কল্পনা করিতে হইবে না।।৩৯৮।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে ভগবৎকথা প্রচার করিবার বাসনায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রচার-কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে সর্বকাল ভগবানের পূর্ণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয়া ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি মানবের ভাষায় অবর্ণনীয়া।।৩৯৯।।

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে'।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে'।।৪২৪।।

এই দুঃখে পুরীপাদের বনবাসে ইচ্ছা—

দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি।।৪২৫।।

প্রকৃত বৈষ্ণবের একান্ত দুর্লভত্ব—

"লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে।।৪২৬।।

পুরীপাদ-কর্তৃক অসম্ভাষ্য লোকালয় হইতে পাষণ্ডজনহীন-বনে গমনের শ্রেষ্ঠতা-বিচার—

অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে।।৪২৭।।
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে।।"৪২৮।।

এইরূপ দুঃখ-চিন্তা-নিমগ্ন পুরীপাদের অদ্বৈত-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

এই মত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে।।৪২৯।।

বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য দেখি' সকল-সংসার।
অদ্বৈত আচার্য দুঃখ ভাবেন অপার।।৪৩০।।

হরিভক্তিহীন সংসারের দুর্দশা-দর্শনে অদ্বৈতাচার্যের হৃদয়েও বিষম দুঃখ; নিরন্তর গীতা-ভাগবতের পাঠ ও ভক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা—

তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি' বিষ্ণু-ভক্তি বাখানে' সদায়।।৪৩১।।
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত।।৪৩২।।

এরূপ সময়ে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মাধবেন্দ্রের আগমন—

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে-আসি' হইলা উদয়।।৪৩৩।।

মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতি অদ্বৈত প্রভুর প্রণতি ও পুরীপাদের আলিঙ্গন—

দেখিয়া অদ্বৈত তা'ন বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইলা পড়িলেন সেইক্ষণ।।৪৩৪।।
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন প্রেমানন্দ-জলে।।৪৩৫।।

সংসারপ্রমত্ত জনগণ সংসার-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা-দ্বারা ও তাহার গীতে জাগরিত থাকিয়া ধর্মকর্মের চরম সীমায় উঠিয়াছে——বিচার করিত। বিষহরি, ষষ্ঠী প্রভৃতির সেবায় অত্যন্ত দম্ভ করিত অর্থাৎ ভগবৎসেবার সহিত সমজ্ঞানে উহারা আপনাদের পাণ্ডিত্য বিস্তার করিত। কেহ কেহ ধনবৃদ্ধি, বংশবিস্তার, কামনা-সিদ্ধির জন্য মদ্যমাংসদ্বারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত। কেহ-বা যোগীপাল, মহীপাল ও ভোগীপাল প্রভৃতি রাজগণের ক্রিয়াকলাপের গান গাহিয়া নৈমিত্তিক-কাম্য ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানকেই বহুমানন করিত। অতিসুকৃতিশালী জনগণ স্নানকালেই মাত্র 'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করিত। কাহাকে 'কৃষ্ণসঙ্কীর্তন' বলে, কাহাকে 'বৈষ্ণব' বলে, কৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য কি, ভুবনমত্ত জনগণ তাহা আদৌ আলোচনা করিত না। শ্রীমাধবেন্দ্র জড়বুদ্ধি লোকের এই প্রকার কদর্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া অভিমানপূর্বক যতিরাজ হইয়া বসিয়া থকিতেন, তাহাদের সহিত বাক্যালাপেও মাধবেন্দ্রপুরীর কোন চেষ্টা ছিল না। জগতের সকল লোক ভক্তিশূন্য বলিয়া তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন ছিলেন। উহাদিগকে উত্তোলন করিবার মানসে কৃষ্ণলীলা-সঙ্কীর্তনের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারে নাই। ভগবদ্ভক্তির মহিমা জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও সন্ন্যাসিব্রুব প্রভৃতি ব্যক্তি কেহই বুঝিতে পারিত না।।৪১২-৪২৩।।

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠগণ তার্কিক-চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে জাগতিক বস্তুর অন্যতম জানিয়া সেবাবিমুখ হইতেন এবং তর্কের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অপ্রয়োজনীয়তা বিচার করিতেন।।৪২৪।।

যখন সংসারে ভগবানের সেবার কথার কোন প্রচার নাই, কাহারও সহিত আলাপ করিলে সে ভগবন্মায়ার কথাই আলাপ করে, তখন যেখানে মনুষ্যের বাস নাই বা লোকালয় নাই, সেই স্থানে অবৈষ্ণব না থাকায় সেই বনেই আমাদের বাস করা কর্তব্য ——শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীরর এই বিচার প্রবল হইতে লাগিল।।৪২৮।।

পরস্পর কৃষ্ণ-কথায় তন্ময়—

অন্যোঽন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ।।৪৩৬।।

মেঘ-দর্শনে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণোদ্দীপনা ও মূর্চ্ছা—

মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেইক্ষণ।।৪৩৭।।

কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-মাত্র ভাবাবেশ ও হুঙ্কার—

'কৃষ্ণ'-নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার।।৪৩৮।।

পুরীপাদের অবস্থা দর্শনে অদ্বৈতের সন্তোষ—

দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণু ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়।।৪৩৯।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশ-গ্রহণ-লীলা—

তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন।।৪৪০।।

মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে অদ্বৈতের সানন্দে সর্বস্ব-নিক্ষেপ—

মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে।।৪৪১।।

অদ্বৈতের পূজোপকরণ সংগ্রহ—

দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা।।৪৪২।।

সেই পুণ্যতিথি-দিবসে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সুখ—

শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে।।৪৪৩।।

আচার্যের পূজোপকরণ-সংগ্রহ এবং চতুর্দিক হইতে ভক্তগণের উপায়নসহ আগমন ও এক এক জনের এক এক প্রকার সেবার ভার-গ্রহণ—

সেই তিথি পূজিবারে আচার্য-গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন, তা'র অন্ত নাই।।৪৪৪।।

শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃষ্ণভক্তসঙ্গাভাবদুঃখের মধ্যে ভগবৎকৃপাক্রমে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অতি প্রবল-ভাবে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।।৪৩১।।

ভগবৎসেবাবিমুখ মায়াবাদী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন না, বা গীতার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্মী, যোগী ও মায়াবাদিগণের গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। গীতা ও ভাগবত ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পথের প্রশ্রয় দেন নাই; ভক্তিরসবিমুখ ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়াই গীতা ভাগবতকে ভক্তিবিরুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে গীতা ও ভাগবতের একমাত্র তাৎপর্য জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করা।।৪৩২।।

মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত প্রভুর এই প্রচারোৎসাহপ্রদর্শন-কালে তাঁহার গৃহে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।।৪৩৩।।

শ্রীমাধবেন্দ্র ও শ্রীঅদ্বৈত দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণকথারসে এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দেহস্মৃতি রহিত না। সাংসারিক বদ্ধজীবগণ সর্বদাই ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে; দেহ সর্বস্ববাদে প্রমত্ত বলিয়া তাহাদের কৃষ্ণস্মৃতি আদৌ থাকে না।।৪৩৬।।

শ্রীমাধাবেন্দ্রের প্রেম---অলৌকিক। সাধারণ লোক মেঘ দেখিলে বৃষ্টি-পতন-জন্য শস্যের উৎপত্তি ও ধরা স্নিগ্ধ হইবে প্রভৃতি ফলভোগের বিচার করেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী মেঘমালায় কৃষ্ণের কান্তি সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্মৃতিজন্য বহির্জগতের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে শান্ত হইয়া মূর্ছিত হইলেন।।৪৩৭।।

ঠাঞি---নিকট, নিকট হইতে।।৪৪০।।

ভক্তির পূর্ণমাত্রা প্রকটিত দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মন্ত্র ও ভজনোপদেশসমূহ গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈত-হৃদয়ে যে আশা মুকুলিত হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছিল, তাহাই এবার বিকশিত হইবার সুযোগ হইল। অনেকে মনে করেন, —মন্ত্রের উপদেশ কৌলিক গুরু হইতেই লওয়া উচিত তাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে কিনা সে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন অথবা যাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কৃতপ্রযত্ন হইয়া করতালি বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের ছলনা-দ্বারা লোক প্রতারণা করে,

নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে।।৪৪৫।।
মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীত সবাকার।
সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার।।৪৪৬।।

শচীমাতাকে মূল করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের রন্ধন-সেবার ভার-গ্রহণ—

আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি' সর্ব-বৈষ্ণবের পরিবার।।৪৪৭।।

নিত্যানন্দের বৈষ্ণব-পূজার ভার-গ্রহণ—

নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার।।৪৪৮।।

বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন-সেবা-প্রাপ্তির অভিলাষ—

কেহ বলে,—"আমি-সব ঘষিব চন্দন।"
কেহ বলে,—"মালা আমি করিব গ্রন্থন।।"৪৪৯।।
কেহ বলে,—"জল আনিবারে মোর ভার।"
কেহ বলে,—"মোর দায় স্থান-উপস্কার।।"৪৫০।।
কেহ বলে,—"মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন।।"৪৫১।।
কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে।।৪৫২।।
কত জনে লাগিলা করিতে সংকীর্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন।।৪৫৩।।
আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্তনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে।।৪৫৪।।
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য।
কেহ বা হইল তিথি-পূজার আচার্য।।৪৫৫।।
এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কার্য যা'র যেন মন।।৪৫৬।।

তাহাদিগকে ভক্তরাজ জানিয়া কৃত্রিম ভক্তি শিক্ষা করিলে তাহাদের মঙ্গল-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পূর্বে রসুন কণ্ঠদেশে রাখিয়া শরীরকে উষ্ণ করিবার প্রক্রিয়াকে বা হস্তে লঙ্কা মাখিয়া চক্ষে ঘষিবার প্রক্রিয়া-দ্বারা অশ্রুমোচনকে ভক্তির অঙ্গ এবং তাদৃশ উপদেশ দ্বারা নিরন্তর কপটতা করিয়া পান্‌সে চক্ষু হইতে অশ্রু-নিঃসরণ পূর্বক জড়ভাবে বিভাবিত কপট ব্যক্তিকে মাধবেন্দ্রপুরীর সমজাতীয় জ্ঞানে যে অপ-উপদেশ-প্রথা ভাগ্যহীন লোকের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্যই অদ্বৈতচরণাশ্রিত জনগণ মাধবেন্দ্রের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাবর্জিত সাত্ত্বিক ভাবসমূহের যথার্থ অনুসন্ধান ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কোন প্রকার কপটতার প্রশ্রয় দেন না। সুতরাং তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর অনুগত ও প্রতারণা-নিবারণকারী উপদেশক।।৪৪০।।

সজ্জা----উদ্যোগ, আয়োজন।।৪৪২।।

উপস্কার----পরিষ্কার করা, মার্জনা।।৪৫০।।

বিভিন্ন ভক্তগণ অদ্বৈত-গৌরমিলন-মহোৎসবে শ্রীল মাধবেন্দ্রের আবাহন-তিথি-পূজায় নিজ নিজ কৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অধুনাতন কৃত্রিম মহোৎসব-কালে যাঁহারা ভগবৎসেবায় আলস্য করিয়া সেবাভারগ্রহণের পরিবর্তে ভোজনরসাস্বাদনে দিনপাত করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই অংশ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, গৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহোৎসব কর্মীর যাত্রা-উৎসবের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মাত্র নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবৈষ্ণবোচিত মহোৎসবের আদৌ প্রশ্রয় দেন না। গৌড়ীয়মঠ প্রাণযুক্ত সজীব ভক্তগণের দ্বারাই সর্বতোভাবে মহোৎসব সম্পাদন করেন। কিন্তু অর্বাচীন-সম্প্রদায় বলে যে মহোৎসবকারী সজীব প্রাণ বিগত আশঙ্কা করিয়া ভাবীকালে প্রাণহীন যজ্ঞের জন্য অর্থ সঞ্চিত রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে কালে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকনামধারিগণ সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার চেষ্টায় জড়ভোগপরায়ণ কর্মীর ন্যায় চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের সেইকালের জন্য সঞ্চিত অর্থ এখন হইতেই সংরক্ষণ করা আবশ্যক। গৌড়ীয়মঠের সজীবপ্রাণযুক্ত জনগণ এইরূপ প্রাণহীন অর্থের সঞ্চয়কারী নহেন। তাঁহারা বলেন, যে কালে প্রচারকসম্প্রদায় প্রাণহীন হইয়া উহার ভার ভাড়াটিয়াগণকে দিবেন, সে কালে ভাড়াটিয়াগণের অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে তাহারা সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগী হইয়া যাইবেন। সুতরাং নরকে যাইবার জন্য কর্মী ও জ্ঞানীর তাৎপর্য উহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।।৪৫৬।।

চতুর্দিকে মহামহোৎসবের হরিধ্বনিময় কোলাহল—

খাও পিও লেহ দেহ' আর হরি-ধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দিগে আর নাহি শুনি।।৪৫৭।।
শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সংকীর্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল।।৪৫৮।।
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।।৪৫৯।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের উৎসবদ্রব্যসম্ভারের সজ্জাদর্শনপূর্বক পরম সন্তোষে সর্বত্র বিচরণ—

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি' বুলেন হরিষে।।৪৬০।।
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি।।৪৬১।।
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর-দুই-চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি।।৪৬২।।
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত।
ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলা পাত।।৪৬৩।।
ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।।৪৬৪।।
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান।।৪৬৫।।
পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ।।৪৬৬।।
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ।।৪৬৭।।
তৈল-লবণ-ঘৃত-কলস দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লিখিবারে পারি কত।।৪৬৮।।

অদ্বৈত প্রভুর অলৌকিক-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও শ্রীমুখে অদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন—

অতি-অমানুষী দেখি' সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার।।৪৬৯।।
প্রভু বলে,—"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়।।৪৭০।।
মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে।।৪৭১।।
বুঝিলাঙ—আচার্য মহেশ-অবতার।'
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার।।৪৭২।।

পরম সুকৃতিমান ব্যক্তিরই মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্ব সানন্দে গ্রহণ—

ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়।।৪৭৩।।

অদ্বৈত-পাদপদ্ম কোটিচন্দ্রসুশীতল হইলেও চৈতন্যে অবিশ্বাসী বা চৈতন্যবিমুখ ব্যক্তির নিকট অগ্নি অবতার—

তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার।।৪৭৪।।
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল।।৪৭৫।।

সম্ভাবের সজ্জ----সামগ্রীসমূহের আয়োজন।।৪৬০।।

মুদ্গের বিয়লি----খোসা ছাড়ান মুগের দাল।।৪৬২।।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে বহু ঐশ্বর্য ও খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অদ্বৈতপ্রভুকে ও তদনুগ আচার্য-সম্প্রদায়কে এরূপভাবে পরমৈশ্বর্যের সহিত মহোৎসব করিতে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু মৎসর প্রকৃতির জনগণ এইরূপ আড়ম্বরের সহিত সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে ঐশ্বর্যপ্রধান বিচারে নিজের নরকবাঞ্ছা করেন। আচার্যের মর্যাদা-লঙ্ঘনপূর্বক তাঁহার নিজ মাধুর্যান্বেষণে যে বাহ্য ঐশ্বর্য প্রদর্শন, তাহা নির্বিশেষবাদীর বিচারে পুষ্ট হইতে পারে উহা গৌরসুন্দরের ও ভক্তগণের বিচারসম্মত নহে। ভগবদ্ভক্তগণ----সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিদ্বেষী ও ভক্ত-বিদ্বেষী জনগণের অগ্নি ও যম-সদৃশ।

যে-কালে গৌড়ীয়মঠের উৎসব, শোভাযাত্রা ও নানা প্রকার আড়ম্বর জীবের একমাত্র কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেকালে পাপিষ্ঠ সহজিয়া-সম্প্রদায় কুলিয়াবাসী অপসম্প্রদায়ের মৎসরধর্মে দীক্ষিত হইয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের কার্যে বৈষম্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে গিয়া নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এই চৈতন্যবিমুখ জনগণ আচার্যের ক্রিয়াকে সাক্ষাৎ পাপদহনকারী অগ্নি জানিয়া "বাবারে, মারে" ডাক ছাড়িয়াছিলেন।।৪৭২-৪৭৫।।

এক 'শিব' নাম সদ্য সর্বত্র অমঙ্গলহারী—

সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান।।৪৭৬।।
সেইক্ষণে সর্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়।।৪৭৭।।
হেন 'শিব'-নাম শুনি' যা'র দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়।।৪৭৮।।

তথাহি (ভাঃ ৪।৪।১৪)—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্তি তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ।।৪৭৯।।

কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-বিমুখের কৃষ্ণপূজা-ছলনা দাম্ভিকতা মাত্র—

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে? ৪৮০।।
মোর প্রিয় শিব—প্রতি অনাদর যা'র।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার।।৪৮১।।

সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্মাল্যে কৃষ্ণপ্রিয়-শিবের পূজা তদনন্তর সর্বদেব-পূজা, ইহাই বিধিপূর্বক পূজাক্রম; প্রমাণ—

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি।।৪৮২।।
'অতএব সর্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি' তবে।
প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব-দেবে।।৪৮৩।।

অদ্বৈতাচার্য সেই শিবতত্ত্ব—কলিকালের অপরাধিগণ তাহা না বুঝিয়া শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রূপে স্থাপনপূর্বক পাষণ্ড-মধ্যে গণিত হয়—

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ।।৪৮৪।।
হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে।
সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে।।৪৮৫।।
ইহাতে অবুধগণ মহা-কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে।।৪৮৬।।

শিবতত্ত্ব অবগত না হইয়াও যে ব্যক্তি একবার শিব নাম করেন, তিনি সেই নাম-প্রভাবে সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হন----এই কথা বেদশাস্ত্রে ও ভাগবতে কথিত আছে। শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব----যে কোন একের অনুগ্রহেই জীব ভোগপ্রবণ সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিবকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের অপরাধ আসিয়া পড়ে। হরিবৈমুখ্য ঘটিলেই পাপ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। ভগবানের পূজাপেক্ষা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূজা-অধিক প্রয়োজনীয়। এ সকল কথা ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন।।৪৭৬।।

অন্বয়। যদিতি----দক্ষং প্রতি শ্রীদেব্যা বাক্যং যৎ (যস্য) দ্ব্যক্ষরং (অক্ষরদ্বয়াত্মকং) তৎ (প্রসিদ্ধং) নাম (শিব ইতি) সকৃৎ (বারমেকং অপি) প্রসঙ্গাৎ (কথাচ্ছলেন, সঙ্কেতাৎ অপি) কেবলং (শুদ্ধং) গিরা (বাক্যেন, ন তু মনসা) এব ঈরিতং (উচ্চারিতং) নৃণাম্ (মনুষ্যাণাং সর্বেষাং পাপিনাং চ) অঘং (পাপং) আশু (সত্বরং) হন্তি (বিনাশং প্রাপয়তি) ভবান্ তং পবিত্রকীর্তিং (পূতশযসম্) অলঙ্ঘ্যশাসনং (অপ্রতিহতাজ্ঞং) শিবং (পরমমঙ্গলস্বরূপং শম্ভুং) দ্বেষ্টি (বিদ্বেষং করোতি) অহো শিবেতরঃ (সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপঃ ভবানিতি)।।৪৭৯।।

অনুবাদ। যাঁহার 'শিব' এই দ্ব্যক্ষরাত্মক নাম কেবল কথাচ্ছলেও বাগিন্দ্রয়ের দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মনুষ্যের সর্ববিধ পাপ আশু বিনষ্ট হয়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য ও যাঁহার যশ পরম পবিত্র, আপনি সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন। অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ।।৪৭৯।।

অন্বয়। যঃ (জনঃ) মদীয়ং পরং ভক্তং (মম ভক্তানাং অগ্রগণ্যং) শিবং (মদ্ভক্তিরূপ-পরমমঙ্গলপ্রদং শঙ্করং) ন সম্পূজয়েৎ (বিধিপূর্বকং মৎপ্রসাদনির্মাল্যাদিনা ন সমর্চয়েৎ) হি সঃ পাপপুরুষঃ (শিবাবজ্ঞাকারী পাপাত্মা) কথং বা (কেন প্রকারেণ বা) ময়ি ভক্তিং (মৎসম্বন্ধিনীং ভক্তিং) লভতাং (প্রাপ্নুয়াৎ, শিববিদ্বেষিজনঃ মদ্ভজনে নাধিকারবানিতি ভাবঃ)।।৪৮২।।

মহোৎসবের উপায়ন-দর্শনে সন্তুষ্টচিত্ত প্রভুর সংকীর্তন-স্থলীতে প্রত্যাবর্তন—

নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত।।৪৮৭।।
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ-মন।
আচার্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ।।৪৮৮।।
একে একে দেখি' প্রভু সকল সম্ভার।
সংকীর্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্বার।।৪৮৯।।
প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্বভক্তগণে।।৪৯০।।

ভক্তগণ-সঙ্গে মহানন্দে কীর্তন ও নর্তন—

না জানি কে কোন্ দিকে নাচে গায় বা'য়।
না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায়।।৪৯১।।
সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি।
'বল বল হরি বল' আর নাহি শুনি।।৪৯২।।
সর্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সবার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত।।৪৯৩।।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সবে নৃত্য-গীত করে প্রভু-বিদ্যমান।।৪৯৪।।
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সংকীর্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন।।৪৯৫।।

নিত্যানন্দের বাল্যভাবে নৃত্য—

নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সুখময়।
বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়।।৪৯৬।।

অদ্বৈতাচার্যের প্রেমবিহ্বলতা ও নৃত্য—

বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য-গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন—তা'র অন্ত নাই।।৪৯৭।।

ঠাকুর হরিদাসের নৃত্য—

নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস।।৪৯৮।।

পার্ষদবর্গকে পূর্বে নৃত্য করাইয়া সর্বশেষে সপার্ষদ প্রভুর একযোগে নৃত্য—

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে।।৪৯৯।।
সর্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা' লৈয়া।।৫০০।।

প্রভুকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণের নৃত্য—

মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব ভক্তগণ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন।।৫০১।।
এই মত সর্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া।।৫০২।।

অনুবাদ। যে আমার প্রিয়ভক্ত শিবকে যথাবিধি পূজা না করে, সেই বৈষ্ণবদ্বেষী পাপাত্মা কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে?।।৪৮২।।

অন্বয়। প্রথমং (সর্বাদৌ) কেশবং (সর্বকারণকারণম্ স্বয়ং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং) পূজাং কৃত্বা (সম্পূজ্য) দেবং মহেশ্বরং (দেবশ্রেষ্ঠং শিবং পূজয়েদিতি) ততঃ তদনন্তরং যে চ অন্যে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সন্তি তেঽপি দেবাঃ মহাভক্ত্যা (পরমাদরেণ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রসাদনির্মাল্যাদিনা) পূজনীয়া (সমর্চনীয়াঃ)।।৪৮৪।।

অনুবাদ। সর্বপ্রথমে সর্বকারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করিবে। তদনন্তর অন্যান্য যে সকল দেবতা আছেন, পরমভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করা কর্তব্য।।৪৮৪।।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে উপাদানকারণ বিষ্ণুতত্ত্ব বা শুদ্ধমহেশতত্ত্ব বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তজ্জন্যই ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ভগবৎপর্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ রুদ্রের যে দর্শনসম্ভাষণাদি করেন না, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্‌কে বাদ দিয়া রুদ্রকে যে ভগবদ্‌বোধ, উহাই নামাপরাধ। শিবকে কেবল গুণাবতার জানিয়া ভগবদ্ভক্ত না জানিলে বিষম অপরাধ ঘটে।।৪৮৫।।

কলি—তর্ক, বিবাদ।।৪৮৬।।

বা'য়—বাদ্য করে।।৪৯১।।

পাঠান্তরে 'সবার কীর্তন-শ্রম অন্তরে জানিয়া'।।৫০২।।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা-গ্রহণপূর্বক আচার্যের মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্যে যোগদান—

তবে শেষে আজ্ঞা মাগি' অদ্বৈত-আচার্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্বকার্য।।৫০৩।।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে পরমানন্দে মাধবেন্দ্র-মহিমা-কীর্তনমুখে ভোজন—

বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দিকে সর্ব-ভক্তগণ।।৫০৪।।
চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয়।।৫০৫।।
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন।।৫০৬।।
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্বভক্ত লৈয়া।।৫০৭।।

প্রভুর উক্তি—গুরু-বৈষ্ণবের আরাধনা-তিথিতে মহাপ্রসাদ-সম্মান-প্রভাবে গোবিন্দে ভক্তিলাভ—

প্রভু বলে,—"মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি।।"৫০৮।।
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন।।৫০৯।।

মহাপ্রভুর সম্মুখে আচার্য-কর্তৃক চন্দনমালা-স্থাপন—

তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি' অদ্বৈত থুইলা।।৫১০।।

প্রভু-কর্তৃক নিজ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে চন্দন-মালা-প্রদান—

তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে।
দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে।।৫১১।।
তবে প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে।।৫১২।।
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সবার হইল পরানন্দময় মন।।৫১৩।।

ভক্তগণের উচ্চ হরিধ্বনি—

উচ্চ করি' সবেই করেন হরি-ধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি।।৫১৪।।

আচার্যের আনন্দ—

অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তা'র।
আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ গৃহ-মধ্যে যাঁ'র।।৫১৫।।

মহাপ্রভুর লীলার অগাধত্ব—

এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত।।৫১৬।।
একোদিবসের যত চৈতন্যবিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার।।৫১৭।।
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায়।।৫১৮।।
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই।।৫১৯।।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়।।৫২০।।
এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি।।৫২১।।
সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।৫২২।।
এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলয়ে তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন।।৫২৩।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৫২৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅচ্যুতানন্দ-চরিত্র-শ্রীমাধবেন্দ্র-তিথি-পূজাবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য। নতঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ।। (ভাঃ ১।১৮।২৩)।।৫১৭।।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-অনুক্রম-বর্ণনে গ্রন্থকারের অধিকার নাই। আরাধনা-তিথিটী কোন্ মাসে কোন্ তিথি হইল, তাহার অনুক্রম বর্ণিত হয় নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের কীর্তন ও ব্যাখ্যা নিজ হৃদয়ের উচ্ছাসবশে করিয়াছেন মাত্র।।৫১৯।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।